তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসঃ

‘কাদার’ (القَدْرُ والقَدَرُ) শব্দ অর্থ পরিমাপ, পরিমাণ, মর্যাদা, শক্তি ইত্যাদি বুঝায়। তাকদীর অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি।

উক্ত শব্দটি দুইভাবেই পড়া যায়(القَدْرُ والقَدَرُ)

তাকদীর দুই প্রকার

☞১. তাকদিরে মুবরাম (অপরিবর্তনীয় ভাগ্যলিপি) অর্থাৎ যেটা কোন সময় পরিবর্তন হয়না। যেমনঃ মৃত্যু যখন তাকদীরে লেখা আছে তখন হবে।

☞২. তাকদিরে মুআল্লাক (ঝুলন্ত ভাগ্যলিপি)। যেমন মানষের জীবনে সুখ শান্তি এবং দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি মানুষের কর্মের উপর নির্ভর করে।

তাকদীরে মুবরাম হল, যা কখনোই পরিবর্তন হয় না। অনাদী থেকে আল্লাহর কাছে যা লিপিবদ্ধ আছে তাই সংঘটিত হবে।

আর তাকদীরে মুআল্লাক হল, যা ফেরেশেতাদের খাতায় লিখা থাকে। এই প্রকারের তাকদীর দোয়া বা বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে। কুরআন হাদিসে তাকদীর পরিবর্তনের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা এই প্রকার তাকদীরের ব্যাপারেই। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন স্থির রাখেন, আর তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব।’ [সূরা রা’দ, আয়াত: ৩৯]

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে,

‘রাসূল (সা.) বলেছেন, দোয়া ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না।’ [সুনানে তিরমিযী, হাদিস: ২১৩৯]

তেমনি একটি রাস্তার মোড়ে অবস্থিত একটি উঁচু ভবনের ছাদে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তি যদি মোড়ের দুই দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আগত দু’ টি গাড়ী দেখে , গাড়ী দু’ টির চালকদ্বয় রাস্তার পাশের বাড়ীঘরের কারণে

একে অপরের গাড়ীকে দেখতে পাচ্ছে না লক্ষ্য করে এবং গাড়ী দু' টির গতিবেগ ও রাস্তার মোড় থেকে উভয়ের দূরত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে , দুই মিনিট পর গাড়ী দু' টির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে , আর সত্যিই যদি দুই মিনিট পর গাড়ী দু' টির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে , তাহলে ঐ সংঘর্ষের জন্য কিছুতেই ভবিষ্যদ্বাণীকারী ব্যক্তিকে দায়ী করা যাবে না। স্মর্তব্য , এ ক্ষেত্রে গাড়ী দু' টির ভিতর ও বাইরের অবস্থা , চালকদ্বয়ের শারীরিক-মানসিক অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট পথের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তির জ্ঞান যত বেশী হবে তার পক্ষে তত বেশী নির্ভুলভাবে ও তত আগে এ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এ দুর্ঘটনার জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না।

এমনকি যে সব হস্তক্ষেপ দৃশ্যতঃ নেতিবাচক , যেমন: আযাব নাযিল করণ , সে সবেরও উদ্দেশ্য ইতিবাচক । কারণ , এর মাধ্যমে অন্যদেরকে ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনন্ত দুর্ভাগ্যের পথ থেকে অবিনশ্বর সাফল্যের পথের দিকে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। শুধু তা-ই নয় , যাদেরকে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় তাদের জন্যও তা ইতিবাচক। কারণ , পরকালীন জীবনে তথা অনন্ত সৌভাগ্য ও অনন্ত দুর্ভাগ্যের জীবনে ব্যক্তির কর্ম অনুযায়ী তার নে' আমত ও শাস্তির পরিমাণ ও মাত্রায় পার্থক্য হবে। তাই পাপীর ধ্বংস সাধনের ফলে তার পাপের বোঝা আর বেশী ভারী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তা তার নিজের জন্যও কমবেশী কল্যাণকর।

DETERMINISM:

নির্ধারণবাদ হ'ল দার্শনিক বিশ্বাস যা বলে, সমস্ত ঘটনা পূর্ববর্তী বিদ্যমান কারণে সম্পূর্ণ নির্ধারিত হয়। দর্শনের ইতিহাস জুড়ে নির্ধারিত তত্ত্বগুলি বিভিন্ন এবং কখনও কখনও ওভারল্যাপিং উদ্দেশ্য এবং বিবেচনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। নির্ধারণবাদের বিপরীত হ'ল এক প্রকারের অনন্তবাদ (অন্যথায় ননডেটেরিনিজম বলা হয়) বা এলোমেলোতা । নির্ধারণবাদ প্রায়শই স্বাধীন ইচ্ছার সাথে বিপরীত হয়।

FATALISM:

প্রাণতন্ত্র একটি দার্শনিক মতবাদ যা সমস্ত ঘটনা বা কর্মকে নিয়তির দিকে বশীভূত করার উপর জোর দেয় ।

PREDETERMINISM:

মারাত্মকতা নিম্নলিখিত নীচের যে কোনও ধারণাকে বোঝায়:

আমরা আসলে যা করি তা ব্যতীত অন্য কিছু করতে আমরা শক্তিহীন এই দৃষ্টিভঙ্গি। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে মানুষের ভবিষ্যতে তাদের নিজস্ব ক্রিয়া প্রভাব রাখার ক্ষমতা নেই।

ফ্রিডরিচ নিৎশে তার এই ধারণাটির নাম দিয়েছিলেন "তুর্কি প্রাণঘাতীতা" তার দ্য ওয়ান্ডারার অ্যান্ড হিজ শ্যাডো বইয়ে।

IQRA Online Academy

EXISTENTIALISM:

অস্তিত্ববাদ হল বিশ্বাস, সচেতনতা, স্বাধীন ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার সংমিশ্রনের মাধ্যমে এমন একটি বিশ্বের মধ্যে নিজস্ব অর্থ তৈরি করা- যার অন্তর্নিহিত নিজস্ব কোনওরকম কাঠামো নেই।

NIHILISM:

নিহিলিজম এমন বিশ্বাস যা বলে যে, মহাবিশ্বের কোনও অন্তর্নিহিত অর্থ নেই। বিকল্প হিসাবে আমাদের নিজস্বতাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা অর্থহীন।

আধুনিক এই সব মতবাদ মূলত প্রাচীন ফিতনাময় ফিরকাদেরই নতুন ভার্সন। আমরা এখন দেখবো ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোন কোন বাতিল ফিরকা তাকদীর নিয়ে ভ্রান্তির প্রচার শুরু করেছিলো।

ক্বদরিয়া ফিতনাঃ

আরবি ক্বদর (قدر) শব্দ থেকে ক্বাদরিয়া শব্দটি এসেছে। ক্বদর অর্থ হল ভাগ্য। অথচ ক্বাদরিয়া সম্প্রদায় ক্বদর বা ভাগ্য বিশ্বাস করেনা। তাদের নামের সাথে বিশ্বাসের কোন মিল নেই বরং নামের বিপরীত বিশ্বাসই তারা করে থাকে। তাই বলা হয় যারা ক্বদর বা ভাগ্য বিশ্বাস করেনা তাদের কাদরিয়া বা ক্বাদরিয়া বলা হয়। ক্বাদরিয়া ও মুতাজিলাদের মধ্যে আকিদাগত কিছু মিল থাকার কারনে অনেকে ক্বাদরিয়া ও মুতাজিলাদের একই সম্প্রদায় মনে করেন। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলো ওয়াসিল ইবনে আতা অপর পক্ষে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলো সীসওয়াহ।

- কদরিয়া সম্প্রদায়ের তাকদীর অস্বীকার প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইলমের অস্বীকারের নামান্তর। কারণ সৃষ্টিকূলের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য প্রধান যে নিয়ামক দরকার তা হলো সৃষ্টিকূলের কি হবে না হবে তাঁর জ্ঞান রাখা। কদরিয়াদের ধারণা কোনোকিছু সৃষ্টি বা উৎপন্ন হওয়ার মুহূর্তেই কেবল আল্লাহ জানতে পারেন। এর আগে নয়। সুতরাং এটি কেবল বিদাতই নয়, ঈমানের চরম একটি বিপর্যয়ও বটে। যিনি অতীত ভবিষ্যত জানেন কেবল তিনিই তা লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম।

জাবরিয়া ফিতনাঃ

কাদরিয়া সম্প্রদায় কদর বা ভাগ্য বিশ্বাস করেনা। আর জাবরিয়াদের আকিদা কাদরিয়াদের আকিদার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের মতে বান্দার ইচ্ছাধীন কোনো কাজ করতে পারেনা, বরং আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের কর্মসমূহ পূর্বেই নির্ধারন করে রেখে দিয়েছেন। মানুষর ইচ্ছার কোন দখন নেই। সকল জিনিসই আল্লাহর হুকুমের কাছে অনুগত কাজেই কোন জিনিসই আল্লাহর ইচ্ছায় পরিবর্তন করতে পারে না। মহান আল্লাহ যেহেতু ভবিষ্যৎ জানেন কাজেই ভবিষ্যতের সকল কাজ কর্ম আল্লাহন ইচ্ছা অনুযাই সাজান আছে। তাদের বিশ্বাস, মানুষের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহই তাকে ভাল বানান এবং আল্লাহই তাকে মন্দ বানান। এতে তার ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। তাদের এই আকিদা কুরআন বিরোধী।

উবাদা বিন সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদা তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেনঃ

«يَا بُنَىَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ». يَا بُنَىَّ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّى»

‘‘হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে যে, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর যা ঘটেনি তা কোনো দিন ঘটার ছিলনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে কলম। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, লিখো। কলম বললঃ হে আমার রব, আমি কী লিখবো? তিনি বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত সব জিনিষের তাকদীর লিপিবদ্ধ করো। হে বৎস! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা ব্যতীত মৃত্যু বরণ করলো, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়’’।(আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ তাকদীর সম্পর্কে। হাদীছ নং- ৪৭০২)

তাকদীরের স্তর বা পর্যায়ঃ

ইমাম আবু হানীফাহ রহ.-এর ফিকহে আকবার গ্রন্থের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকদীর ৫ প্রকার। যথা- (১) আল্লাহপাক সকল কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করেন। (২) লাওহে মাহফুজে তা অঙ্কিত করেন। (৩) সৃষ্টিজগতে তা প্রকাশ করেন। (৪) আখেরাতের জগতের জন্য পরিপূর্ণ প্রতিফল প্রদান নির্ধারণ করেন ও (৫) বিনিময় দান করেন। (শরহু ফিকহে আকবর, পৃ ৫৩; আল আকীদাতুল ওয়াদিতিয়্যাহ ময়াস শরহে, পৃ. ২৭৮-২৭৯)। হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. উল্লিখিত তাকদীরের ৫টি প্রকারকে এভাবে বিন্যাস করেছেন।
যথা-

(১) আল্লাহপাক **আজালী ইলমে** এটা স্থিরিকৃত যে, বিশ্বজগতকে বান্দাহর কল্যাণকর ও উপযোগী বিবেচনা করে সুন্দরতমরূপে সৃষ্টি করা হবে।
(২) আল্লাহপাক তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। অন্য কথায় তিনি সকল সৃষ্টির **তাকদীর লিখে** রেখেছেন আসমান ও জমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে। এই উভয় রাজ্যের মূল অর্থ এক ও অভিন্ন।
(৩) আল্লাহপাক যখন হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন, তখন নির্ধারণ করেছেন যে, তিনি সর্বপ্রথম মানুষ তথা আদি মানব হবেন। তার থেকে মানব জাতির সূচনা হবে। তিনি **মিছালী জগতে** আদম সন্তানের **আকৃতিসমূহ উদ্ভাবন** করেছেন। তাদের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যকে আলো ও আঁধারের সাথে উপমা দিয়েছেন। তাদেরকে মুবাল্লাক বা শরয়ী বিধানের প্রয়োগস্থল নির্ধারণ করেছেন। তাদের মাঝে আল্লাহর মারিফাত ও তার সামনে বিনত হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন।

(৪) ওই সময়ের তাকদীর যখন মাতৃউদরে সন্তানের **দেহে আত্মা** ফুঁকে দিয়েছেন এবং
(৫) কোনো ঘটনা বাস্তবায়িত হবার **পূর্বক্ষণে** নির্ধারিত তাকদীর। যখন ঊর্ধ্বজগত হতে নির্দেশ পৃথিবীতে আসে। তা একটি মিছালী বস্তুতে পরিবর্তিত হয়। অতঃপর তার বিধান পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ: খন্ড ১, পৃ. ১৫৩)।

ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, মানুষের আয়ূ দুই ধরনের: এক ধরনের আয়ূ অনড়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। দ্বিতীয় প্রকারের আয়ূ কোন শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। এর আলোকে রাসূল সা.-এর নিম্নোক্ত হাদীসটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে,

মহান আল্লাহ ফেরেশতাকে বান্দার আয়ূ লেখার নির্দেশ দেন এবং তাঁকে বলে দেন, বান্দা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে তুমি তার বয়স এত বছর বাড়িয়ে দিও। কিন্তু তার বয়স বাড়বে কি বাড়বে না সে বিষয়ে ফেরেশতা কিছুই জানেন না। কেবল আল্লাহই তার সুনির্দিষ্ট বয়স সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। তারপর তার মৃত্যু এসে গেলে আর সময় দেওয়া হয় না। ফাতাওয়া ইবনে তায়মিইয়াহ, ৮/৫১৭।

ইবনুল কায়্যিম বলেন: আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা রহমত স্বরূপ। যদিও তা প্রদান বন্ধ করে হতে পারে; পরীক্ষা হলেও সেটি কল্যাণকর। আর তাঁর নির্ধারিত দূর্যোগও মঙ্গলজনক। যদিও তা পীড়াদায়ক হয়। (মাদারিজ আল-সালেকীন, ৪/২১৫)

ভিন্নপ্রকারঃ

সময় ও পাত্র হিসেবে ভাগ্যের আবার **চারটি স্তর** রয়েছে। **এক.** গোটা সৃষ্টির ভাগ্যলিপি। **দুই.** মানুষের সাধারণ ভাগ্যলিপি। **তিন.** বার্ষিক ভাগ্যলিপি। **চার.** দৈনন্দিন ভাগ্যলিপি।

এক. সাধারণ ভাগ্যলিপি হচ্ছে গোটা সৃষ্টিজগতের ভাগ্য। পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুর বিকাশ ও পরিণতি লাওহে মাহফুজে লেখা আছে। এটি আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকে লিখে রেখেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'সৃষ্টিজগতের ভাগ্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগে লেখা হয়েছে।' (মুসলিম শরিফ, হাদিস : ২৬৫৩)

দুই. দ্বিতীয় স্তরের ভাগ্য মানুষের ভাগ্যলিপি। মহান আল্লাহ মায়ের গর্ভে মানুষের আকৃতি সৃষ্টি করে তার ভেতর রুহ দান করেন। তখন তার ভাগ্যলিপিতে কিছু বিষয় লিখে দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক মানুষ তার মায়ের পেটে ৪০ দিন বীর্যরূপে জমা থাকে। তারপর পরিবর্তিত হয়ে রক্তপিণ্ডের আকার হয়। এরপর পরিবর্তিত হয়ে মাংসপিণ্ড হয়। অতঃপর আল্লাহ তার কাছে ফেরেশতা পাঠিয়ে রুহ ফুঁকে দেন। আর তার প্রতি চারটি নির্দেশ দেওয়া হয়। লিখে দেওয়া হয় তার আয়ু, তার জীবিকা, তার আমল ও সে দুর্ভাগা, না সৌভাগ্যবান। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৩৩২)

তিন. ভাগ্যের তৃতীয় স্তর হলো বার্ষিক ভাগ্য। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ ওই বছরের পরিকল্পনা ফেরেশতাদের কাছে অর্পণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি একে (কোরআন) নাজিল করেছি

এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়।' (সুরা : দুখান, আয়াত : ২-৪)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠতম তাফসিরবিদ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটি পবিত্র কোরআন অবতরণের রাত। ওই রাতে সৃষ্টি সম্পর্কিত সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়। লাওহে মাহফুজে রক্ষিত মূল গ্রন্থ থেকে আগামী এক বছরের ঘটিতব্য বিষয় এ রাতে পৃথক করা হয়। আল্লাহর নির্ধারিত সব ফয়সালা এ রাতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে অর্পণ করা হয়। (তাফসিরে কুরতুবি)।

চার. ভাগ্যের চতুর্থ স্তর হলো দৈনিক ভাগ্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ 'শানে' (কাজে) নিয়োজিত।' (সুরা : আর-রহমান, আয়াত : ২৯)। আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখায় লিখেছেন, আল্লাহর 'শান' হলো, যে তাঁকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। যে তাঁর কাছে চায়, তিনি তাকে দান করেন। তিনি অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করেন। গুনাহগার ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করেন। তাঁর কাজ হলো, গোটা আসমান ও জমিনবাসীর প্রতিদিনের প্রয়োজন পূরণ করা।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন। তিনি জগদ্বাসীকে ডাকতে থাকেন—কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আমার কাছে (কোনো কিছু) চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।' (বুখারি শরিফ, হাদিস : ১১৪৫)

ঈমানী পরীক্ষাঃ

শুধু মৌখিকভাবে ঈমান আনলেই কোনো ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার দাবিদার নয়। প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্য তাকে জান-মাল ও নানা বিপদ-আপদে ইমানী পরিক্ষায়ও উত্তীর্ণ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা কোনো পরীক্ষা দেয়া ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেমনটি তোমাদের পূর্বের লোকদের পরীক্ষা করা হয়েছিল? তারা কঠোর দারিদ্রতা ও মুশকিল দ্বারা ব্যথিত হয়েছিল এবং এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল যে, এমনকি রাসূল ও তার সঙ্গে থাকা ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। হ্যা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।' (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৪)

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, 'এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।' (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৫) তিনি আরও বলেন, 'অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে

পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার। (সূরা আলে ইমরান, ই

আয়াত ১৮৬)

IQRA
Online Academy